রিমি হঠাৎ একদিন সকালবেলা ক্লাসে এসে কাঁপতে কাঁপতে বাথরুমে দৌড় দিল। বারবার বমি করছিল।

সায়মা ছুটে গিয়ে তাকে ধরে বলল—

— "রিমি! তুই ঠিক আছিস? তোর গা গরম, কিছু খেয়েছিস?"

রিমি মাথা নাড়ল, কিছু বলল না। তার চোখ যেন কুয়াশায় ভরা। কয়েকদিন পর, কলেজ শেষে এক প্রাইভেট ক্লিনিকে গিয়ে রিমি টেস্ট করাল। রিপোর্ট হাতে পেয়ে তার পা অবশ হয়ে গেল।

সে গর্ভবতী।

ঘরের ভেতর, ড্রয়ার খুলে সেই পুরনো চিরকুটটা বের করল,

"তোমার চোখে আমার ভবিষ্যৎ দেখি।"

— অ.

রিমি হাত কাঁপিয়ে কাগজটা ছিঁড়তে চাইল, কিন্তু পারল না। অরবিন্দকে ফোন দিল। অনেকবার, একটার পর একটা—কিন্তু সে ধরলো না। তখন সে বুঝল, কিছু একটা ভুল হচ্ছে। খারাপ কিছু।

সেই রাতে, অরবিন্দ নিজেই ফোন দিল। কণ্ঠে বিরক্তি।

— "তুমি এত ফোন দিচ্ছ কেন?"

রিমি কাঁপা কণ্ঠে বলল,

— "আমি... আমি গর্ভবতী। আমাদের কী হবে অরবিন্দ?"

ফোনের ওপাশে কয়েক মুহূর্ত নীরবতা। তারপর হেসে উঠল অরবিন্দ।

— "ভালোই নাটক পারো তুমি।"

— "নাটক না! প্লিজ, তুমি তো বলেছিলে আমরা এক হবো!"

বন্ধুত্বের এপার-ওপার

রাইয়্যান ইসলাম রকিব

নতুন ভাবনা, উন্নত জ্ঞান
ইচ্ছাশক্তি
প্রকাশনী

ISBN: 978-984-29008-5-3

বন্ধুত্বের এপার-ওপার

রাইয়্যান ইসলাম রকিব

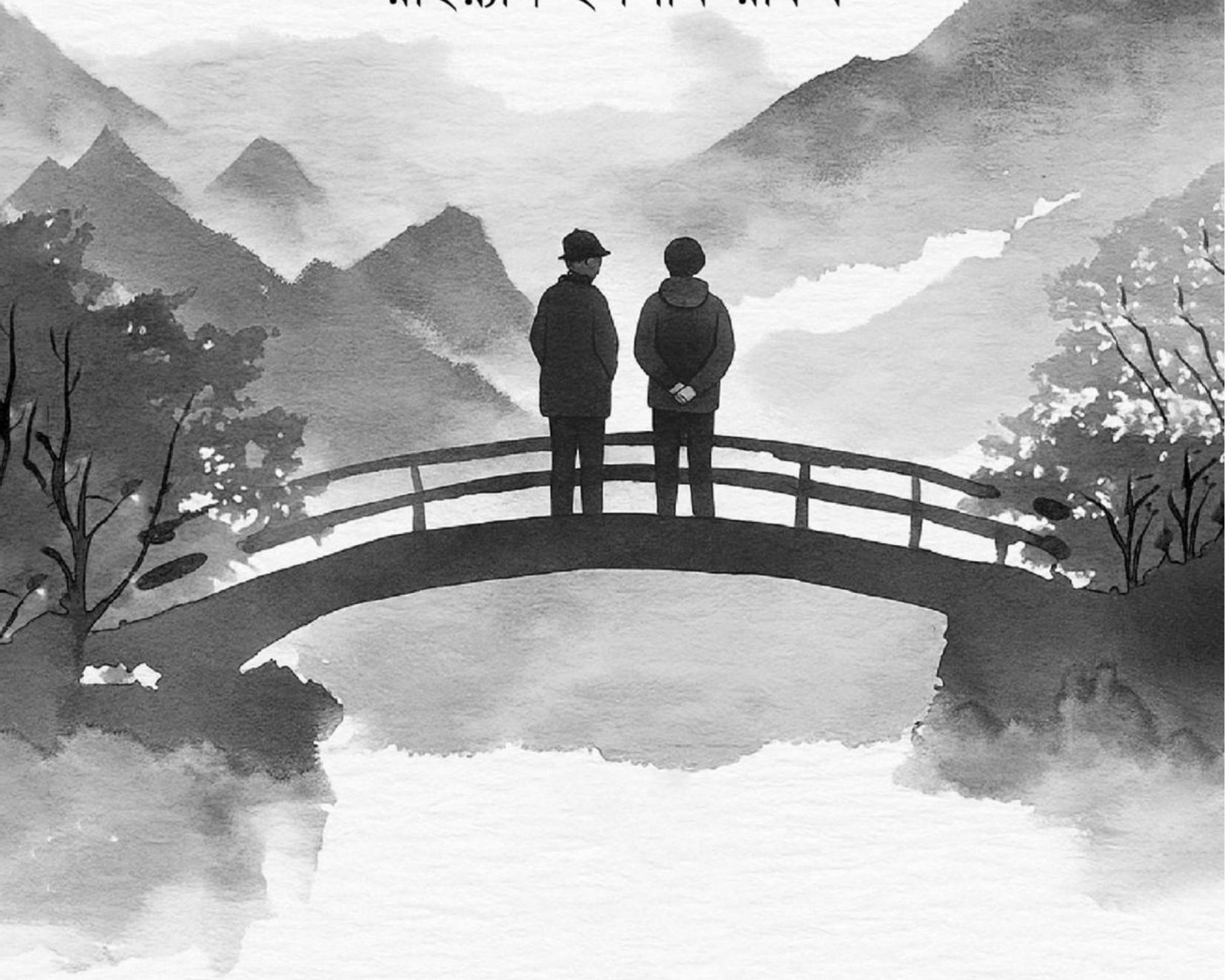

নতুন ভাবনা, উন্নত জ্ঞান
ইচ্ছাশক্তি
প্রকাশনী

ভূমিকা

বন্ধুত্ব— এমন এক সম্পর্ক, যার শুরু হয় হৃদয়ের আকর্ষণ থেকে, কিন্তু তার পরিণতি কখনো আনন্দে, কখনো ব্যথায়, আবার কখনো নিঃশব্দ বিস্মৃতিতে। আমরা বন্ধুত্বের কথা বললেই যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে কত হাসি-কান্না, কত গল্প-গাঁথা, কত ব্যর্থতা আর বেঁচে থাকার প্রেরণা।

"বন্ধুত্বের এপার-ওপার" বইটি একটিমাত্র সংজ্ঞায় বন্ধুত্বকে আবদ্ধ করে না বরং এখানে বন্ধুত্বের সংজ্ঞা, নির্বাচন, প্রকারভেদ, সফলতা ও ব্যর্থতা—সমস্ত দিক নিয়েই এক আন্তরিক অনুসন্ধান করা হয়েছে।

এ বইয়ে শুধু তত্ত্ব নয়, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা, ভালো ও খারাপ বন্ধুত্বের প্রভাব, সম্পর্কের টানাপোড়েন, আত্মিক সাহচর্য আর সামাজিক বাস্তবতার নিখুঁত চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। বন্ধুত্ব কখনো আশ্রয় হয়, আবার কখনো হয়ে ওঠে অন্ধকারে ডুবে যাওয়ার পথ। এই বিপরীতমুখী অভিজ্ঞতার কারণেই এই বইয়ের নাম— "এপার-ওপার"।

এই বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়, প্রতিটি গল্প পাঠককে ভাবতে শেখাবে— "আমি কেমন বন্ধু?", "আমার বন্ধুত্ব কার জন্য আশীর্বাদ, আর কার জন্য অভিশাপ?", "আমি কি নিজেই আমার বন্ধুত্বের ওপারে হারিয়ে যাচ্ছি না তো?"

বন্ধুত্ব নিয়ে লেখা অনেক বই রয়েছে। কিন্তু এই বইটির বিশেষত্ব—এটি কেবল বন্ধুত্বের প্রশংসা করে না, বরং তা যাচাই করে, প্রশ্ন তোলে এবং প্রয়োজন হলে সতর্কও করে।

“বন্ধুত্বের এপার-ওপার” বইয়ের দ্বিতীয় অংশজুড়ে রয়েছে সাতটি হৃদয়ছোঁয়া গল্প, যেগুলো একেকটি আয়না—যেখানে দেখা যায় ভালো বন্ধুত্ব কীভাবে জীবন গড়ে আর খারাপ বন্ধুত্ব কীভাবে নিঃশব্দে ধ্বংস ডেকে আনে। এই গল্পগুলোতে পাওয়া যাবে—

- একজন বন্ধুর জন্য নিজের স্বপ্ন বিসর্জনের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা।
- ভালোবাসার মুখোশে প্রতারণার বিষাক্ত ছোবল।
- আত্মিক বন্ধুত্বে জড়িয়ে পড়া এবং বিশ্বাসভঙ্গের করুণ বাস্তবতা।
- একটি সতর্ক সিদ্ধান্ত কিভাবে কাউকে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ থেকে রক্ষা করতে পারে।

এই গল্পগুলো শুধু পড়ার জন্য নয়, উপলব্ধির জন্য। প্রত্যেক পাঠক হয়তো একেকটি গল্পে নিজের কোনো প্রিয় সম্পর্কের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাবেন—আনন্দে কিংবা আফসোসে।

প্রিয় পাঠক,
এই বই আপনার স্মৃতির জানালায় হয়তো কিছু পুরনো বন্ধুকে ডেকে আনবে, কিছু ভুল সিদ্ধান্তকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবে। আবার হয়তো মনে করিয়ে দেবে—একজন ভালো বন্ধু পাওয়াই জীবনের অন্যতম বড় সৌভাগ্য।

আসুন, আমরা বন্ধুত্বের এপার-ওপার পেরিয়ে একটুখানি সত্য ও ভালোবাসার বন্ধুত্ব খুঁজি—এই বইয়ের পৃষ্ঠাজুড়ে।

লেখক,
রাইয়্যান ইসলাম রকিব
রানীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও
১লা জুলাই, ২০২৫ইং

সূ|চি|প|ত্র

নাম	পৃষ্ঠা নং
১ম অংশ	১০ – ৫২
বন্ধুত্বের সংজ্ঞা	১০
ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে বন্ধুত্বের সংজ্ঞা	১২
বিভিন্ন মনীষী এবং দার্শনিকের দেয়া বন্ধুত্বের সংজ্ঞা	১৩
ইসলামের দৃষ্টিতে নবী (সঃ) এবং সাহাবিদের দেয়া সংজ্ঞা	১৫
বন্ধুত্বের প্রকারভেদ	১৬
ইসলামিক দৃষ্টিতে বন্ধুত্বের প্রকারভেদ	২২
বন্ধু নির্বাচন	২৪
বন্ধু নির্বাচনের সহজ ফর্মুলা	২৫
ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে বন্ধু নির্বাচন	২৬
বিকাশ ঘটানোর উপায়	৩০
ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে বন্ধুত্বের বিকাশ ঘটানোর উপায়	৩২
বন্ধুর প্রতি বন্ধুর করণীয়	৩৪
ইসলামিক দৃষ্টিতে বন্ধুর প্রতি করণীয়	৩৬
ভালো বন্ধু থাকার সফলতা	৩৯
ইসলামিক দৃষ্টিতে ভালো বন্ধু থাকার সফলতা	৪০
খারাপ বন্ধু থাকার পরিণতি	৪৬
ইসলামিক দৃষ্টিতে খারাপ বন্ধু থাকার পরিণতি	৪৯
২য় অংশ	৫৩ – ১১১
ক্ষমতার মুখোশ	৫৩
নিঃশব্দ প্রতিশোধ	৬৩
বন্ধুত্বের ব্যতিক্রম ইতিহাস	৭৪
বন্ধুকে দেয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা	৮২
অন্ধকারের আকর্ষণ	৯৪
ছায়া হয়ে রইলো শত্রুতা	১০১
স্বার্থের জন্য বন্ধুত্ব অতঃপর মুখোশ উন্মোচন	১০৮

বন্ধুত্বের এপার-ওপার

১ম অংশ

বন্ধুত্বের সংজ্ঞা

বন্ধুত্ব—শব্দটি শুধুমাত্র একটি সম্পর্ক নয়, বরং এটি এক ধরণের অনুভব, এক ধরণের আশ্রয়, যেখানে একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে গ্রহণ করে, ভালোবাসে। বন্ধুত্ব এমন এক সম্পর্ক, যা রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ না হয়েও আত্মার বাঁধনে জড়িয়ে থাকে এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দায়িত্ব বহন করতে শেখায়। বন্ধুত্বের পরিপূর্ণ সংজ্ঞা আছে কিনা জানা নেই! কারণ এর পরিধি ব্যাপক যা একজন মানুষের সহজে আত্মস্থ করা সম্ভব নয়। তবুও এভাবে বলতে পারি, বন্ধুত্ব হলো- এমন একটি সম্পর্ক, যেখানে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, আস্থা ও সহানুভূতির মাধ্যমে দুজন মানুষ একে অপরের পাশে দাঁড়ায়— দুঃখে, সুখে, সংকটে ও সাফল্যে। এই সম্পর্ক কোনো শর্তে বাঁধা নয়, বরং এটি আত্মিক যোগাযোগে গড়ে ওঠা বিশ্বাসের নাম।

বন্ধু মানে সেই মানুষ—যাকে কিছু না বলেও সব বলা যায়। যে চুপ থেকেও অনেক কিছু বুঝে ফেলে। যে সফলতায় হাততালি দেয়, আবার ব্যর্থতায় কাঁধে হাত রাখে। যে ভুল ধরিয়ে দেয়, কিন্তু ফেলে দেয় না। যে নিজের স্বার্থের আগে বন্ধুত্বকে রাখে। বন্ধু মানে জীবনের সেই আয়না, যেখানে নিজেকে চিনতে পারা যায়। বন্ধু মানে সুরের মতো— যে মন খারাপেও সুর তোলে।

বন্ধুত্ব কখনো বয়স, ধর্ম, জাত বা অবস্থান দেখে না। এটি দেখে অনুভব, মন, আর মানসিকতার মিল। বন্ধুত্বের আসল সৌন্দর্য হলো-সেখানে কোনো স্বার্থ নেই, থাকে সত্যিকারের মমত্ববোধ, শ্রদ্ধাবোধ, বিশ্বাস।

বন্ধুত্বের অনুভূতি এমন এক মিশ্র অনুভব, যেখানে—নিরাপত্তা থাকে, কারণ মস্তিষ্ক অনুভব করাই কেউ আছেই পাশে। ভরসা থাকে, কারণ মন বলে—আমার দুঃখ-সুখ কেউ তো বুঝবে! আনন্দ থাকে, কারণ বন্ধু মানেই হাসি-ঠাট্টা, মজার গল্প, ছোটখাটো পাগলামি। দুঃখ ভাগাভাগি থাকে, কারণ কাঁধে মাথা রেখে কাঁদার মতো একটা জায়গা থাকে।

বন্ধুত্বের এপার-ওপার

২য় অংশ

ক্ষমতার মুখোশ

দীর্ঘ আট বছর পর গ্রামের পথে পা রাখল রায়হান। শহরের ধুলোমুক্ত, পরিশীলিত জীবনে অভ্যস্ত হলেও গ্রামের গন্ধে একধরনের অদ্ভুত টান ছিল তার। তবে আজকের ফেরা আনন্দের নয়, অনেকটা দায়িত্ববোধ আর মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব থেকে।

গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জুবায়ের তার ডান হাতটা কপালে রেখে বলল,
— "এই জায়গাটাই তো আমাদের শৈশবের সবকিছু ছিল, মনে আছে রায়হান?"

রায়হান মৃদু হাসল। চোখ তার সামনে বিস্তৃত কাঁচা রাস্তার দিকে।
— "হ্যাঁ, অথচ এখন মনে হচ্ছে এই মাটির নিচেই লুকিয়ে আছে অজস্র গোপন সত্য।"

জুবায়ের শহরে পড়াশোনার পাশাপাশি সাংবাদিকতা করত। তার কাছে বিভিন্ন সময় গোপনে খবর এসেছে করিম মিয়ার অপরাধের—মানুষ গুম, জমি দখল, নির্বাচন কারচুপি এমনকি বিরোধী গোষ্ঠীর ওপর রাতের আঁধারে হামলা।

তবে রায়হান, করিম মিয়ার নিজের রক্ত, এখনো বাবাকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে। কিন্তু সত্য কি কখনও রক্তের কাছে হেরে যায়?

তারা দু-জন হাঁটতে শুরু করল গ্রামমুখী রাস্তা ধরে। অল্প সময়েই চোখে পড়ল পাড়ার ছেলেগুলোর ভীতসন্ত্রস্ত চেহারা, বাজারের ঝুঁকে পড়া দোকানদার আর মোড়ে মোড়ে বসে থাকা অদৃশ্য পাহারাদারদের চোখ।

এক বৃদ্ধ দোকানদার পিছে ডেকে বলল,
— "বাবারে, সাবধানে চলো। এখন আর আগের মতো গ্রাম নাই। করিম

নতুন ভাবনা, উন্নত জ্ঞান

ইচ্ছাশক্তি

প্র কা শ নী

Website: www.ichchashakti.com